

হাদীসের নামে জালিয়াতি

বিভাগ/অধ্যায়ঃ অন্যান্য কিছু বানোয়াট হাদীস

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর (রহ.)

৮. রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ধূমপানের নির্দেশ দিলেন!

‘ইমামুস সুফিয়্যাহ’ বা সুফীগণের ইমাম নামে খ্যাত গত শতকের সুপ্রসিদ্ধ আলিম, সুফী ও বিচারক ইউসূফ ইবন ইসমাইল নাবহানী (১২৬৫-১৩৫০ হি/১৮৪৯-১৯৩২খ) রচিত প্রসিদ্ধ গ্রন্থ “জাওয়াহিরুল বিহার ফী ফাদায়িলিন নাবিয়িল মুখতার”। এ গ্রন্থে তিনি প্রসিদ্ধ সুফী আলিম আব্দুল গনী নাবলুসী (১০৫০-১১৪৩ হি/ ১৬৪১-১৭৩১) থেকে উদ্ধৃত করেছেন:

جاء إلى مجلسنا السيد عبد القادر أفندي على عادته، وكان يقرأ علينا في مختصر صحيح البخاري في أواخره فقرأ الحديث الذي أخرجه البخاري عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: "من رآني في المنام فسيراني في اليقظة ولا يتمثل الشيطان بي" ... ثم جرت معه مذاكرة في شرب الدخان فأخبرنا عن الشيخ أحمد بن منصور العقربي عن شيخنا الشريف أحمد بن عبد العزيز المغربي أنه كان يجتمع بالنبي ﷺ مراراً عدة ، وأنه مرض مرضاً شديداً فسأل النبي ﷺ عن شرب الدخان فسكت النبي ﷺ ولم يرد له الجواب، ثم أمره باستعماله.

“আব্দুল কাদির আফিন্দি তাঁর অভ্যাসমত আমাদের মাজলিসে আসলেন। তিনি মুখতাসার সহীহ বুখারীর শেষভাগ আমাদের কাছে পড়তেন। এদিন তিনি বুখারী সংকলিত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসটি পড়লেন, যাতে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন: যে ব্যক্তি আমাকে স্বপ্নে দেখবে সে অচিরেই আমাকে জাগ্রত অবস্থায় দেখবে; শয়তান আমার রূপ গ্রহণ করতে পারে না।... এরপর তাঁর সাথে ধূমপান বিষয়ে আলোচনা হয়। তিনি বলেন, শাইখ আহমাদ ইবন মানসূর আকরাবী আমাদের শাইখ আহমাদ ইবন আব্দুল আযীয মাগরিবী থেকে উল্লেখ করেছেন যে, তিনি অনেক বার রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সাথে একত্রিত হয়েছেন। একবার তিনি কঠিনভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েন। তখন তিনি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে ধূমপান সম্পর্কে প্রশ্ন করেন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) উত্তর না দিয়ে নীরব থাকেন। এরপর তিনি তাকে ধূমপান করতে নির্দেশ দেন।”[1]

সম্মানিত পাঠক, রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নামে জালিয়াতির একটি বড় পথ স্বপ্ন। সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত দুটো বিষয়ের ভুল ব্যাখ্যা করে অগণিত মিথ্যা এ পথ দিয়ে দীনের মধ্যে প্রবেশ করছে। সহীহ বিষয় দুটো নিম্নরূপ:

(ক) রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে স্বপ্নে দেখলে প্রকৃতই তাঁকে দেখা হয়। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, “যে স্বপ্নে আমাকে দেখল, সে প্রকৃতই আমাকে দেখল, কারণ শয়তান আমার রূপ পরিগ্রহণ করতে পারে না।”[2]

(খ) মুমিনের স্বপ্ন নুবুওয়াতের ৪৬ ভাগের বা ৭০ ভাগের এক ভাগ। আনাস (রা), উবাদা ইবনুস সামিত, আবু হুরাইরা (রা) প্রমুখ সাহাবী থেকে বিভিন্ন সনদে বর্ণিত হাদীদে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন:

رُؤْيَا الْمُؤْمِنِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النَّبُوءَةِ

“মুমিনের স্বপ্ন নুবুওয়াতের ৪৬ অংশের এক অংশ।”[3]

অন্য হাদীসে আব্দুল্লাহ ইবন উমার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْءًا مِنَ النَّبُوءَةِ

“নেক স্বপ্ন নুবুওয়াতের ৭০ ভাগের এক ভাগ।”[4]

এ দুটি সহীহ বিষয়কেই ভুল ব্যাখ্যা করে বিকৃত করা হয়েছে:

(ক) অন্য কাউকে দেখাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দেখা বলে দাবি করা।

মুসলিম উম্মাহ একমত যে, শয়তান রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আকৃতি গ্রহণ করতে পারে না। কাজেই কেউ যদি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তাঁর প্রকৃত আকৃতিতে স্বপ্নে দেখে তাহলে সুনিশ্চিতভাবেই সে তাঁকে দেখেছে। তবে স্বপ্নে যদি কারো সম্পর্কে বলা হয় যে, ইনি রাসূলুল্লাহ (ﷺ); কিন্তু পৃথিবীতে তাঁর যে আকৃতির কথা হাদীসে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে সে আকৃতির সাথে উক্ত ব্যক্তির আকৃতির শতভাগ মিল না হয় তাহলে কি তাকে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলে মনে করতে হবে? অনেকে এরূপ দাবি করেন। তাঁরা দাবি করেন, শয়তান যেমন তাঁর রূপ পরিগ্রহণ করতে পারে না, তেমনি সে অন্য রূপে এসে নিজেকে মুহাম্মাদ (ﷺ) বলে দাবি করতে পারে না।

এ দাবির পক্ষে হাদীসের কোনো প্রমাণ নেই। হাদীসে বলা হয়েছে, শয়তান তাঁর রূপ গ্রহণ করতে পারে না; কিন্তু অন্য রূপে এসে নিজেকে নবী বলে দাবি করতে পারে না বলে কোথাও বলা হয় নি। উপরন্তু মানুষ শয়তান যেমন জাল হাদীস বানাতে পারে, তেমনি জিন শয়তানও স্বপ্নে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামে জালিয়াতি করতে পারে। বাস্তবে আমরা দেখি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামে জালিয়াতির একটি বড় পথ স্বপ্নে অন্য আকৃতির কাউকে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলে বিশ্বাস করা। সাহাবী-তাবিয়ীগণ এ বিষয়ে কঠোর ছিলেন। কেউ রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে স্বপ্নে দেখেছে বলে দাবি করলে তাঁরা তাকে স্বপ্নে দেখা মানুষটির আকৃতির বর্ণনা করতে বলতেন। স্বপ্নে দেখা মানুষটির আকৃতি হুবহু রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রকৃত আকৃতির সাথে মিললেই তাঁরা স্বপ্নকে সত্য বলে গ্রহণ করতেন। সাহাবী ইবনু আব্বাস (রা), প্রসিদ্ধ তাবয়ী ও স্বপ্ন-বিশারদ মুহাম্মাদ ইবনু সিরীনও (১১০হি) ও অন্যান্যরা এ মত পোষণ করতেন।[5]

(খ) ৪৬ বা ৭০ ভাগের একভাগকে শতভাগ নুবুওয়াত মনে করা।

এটি বিভ্রান্তির দ্বিতীয় দরজা। স্বপ্নে যদি প্রকৃতই রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে দেখা যায় এবং তিনি স্বপ্নে কুরআন বা হাদীসের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ কিছু বলেন তবে তা কখনোই প্রকৃত অর্থে গ্রহণ করা যাবে না। স্বপ্নে যা-ই দেখা হোক না কেন শরীয়তে তার কোনো মূল্য নেই। শরীয়তের ভিত্তি শতভাগ নুবুওয়াত দ্বারা প্রমাণিত বিষয়ের উপর, অর্থাৎ কুরআন ও সুন্নাহের উপর। প্রয়োজনে কুরআন-সুন্নাহর ভিত্তিতে ইজতিহাদ করতে হবে। কিন্তু স্বপ্ন, কাশফ, ইলহাম, ইলকা ইত্যাদি মুমিনের ব্যক্তিগত অনুভূতি। কুরআন ও সুন্নাহের আলোকে বিচার করে তা গ্রহণ বা বর্জন করতে হবে।

ইসলামের প্রথম যুগগুলোতে স্বপ্ন-কাশফ ইত্যাদিকে ব্যক্তিগত অনুভূতির পর্যায়েই রাখা হয়েছে। কোনো হাদীস বা ফিকহী মাসআলার বিশুদ্ধতা যাচাইয়ে কখনোই স্বপ্ন, কাশফ, ইলহাম ইত্যাদির কোনোরূপ গুরুত্ব দেওয়া হয় নি। স্বপ্ন, কাশফ, ইলহাম ইত্যাদির আলোকে কুরআন-সুন্নাহর ব্যাখ্যা করা বা স্বপ্ন-কাশফকে দীন বা শরীয়তের সাথে সংযুক্ত করাই উম্মাতের অধঃপতন এবং ইসলামের বিকৃতির অন্যতম পথ। গোলাম আহমদ কাদিয়ানির মত

অসংখ্য ভন্ড স্বপ্ন, কাশফ, ইলহাম ইত্যাদিতে তাদের মহা আধিপত্য প্রচার করছে। আর সাধারণ মানুষ তা বিশ্বাস করছে। আমাদের হৃজুরের সাথে আল্লাহ বা তাঁর রাসূলের (ﷺ) বিশেষ সম্পর্ক। তিনি আল্লাহ বা তাঁর রাসূলের কাছ থেকে না জেনে বা না শুনে কিছুই বলেন না। কাজেই তাঁর মতই একমাত্র সहीহ মত!!!

আর এজন্যই এখন বহু প্রকারের ইসলামের জন্ম হয়েছে। কেউ স্বপ্নে ধূমপানের নির্দেশ পেয়ে ধূমপান করাকে আহলুস সুন্নাহ হওয়ার শর্ত বানিয়েছেন। কেউ স্বপ্নে ধূমপানের নিষেধাজ্ঞা পেয়ে ধূমপান করাকে মহাপাপ বলে গণ্য করছেন। এভাবে দীন, শরীয়ত, হালাল, হারাম, হক, বাতিল ইত্যাদির মূল মাপকাঠি হয়ে গিয়েছে স্বপ্ন, কাশফ ইত্যাদি।

আলিমগণ তাদের ওয়াজ, তারবিয়াত ইত্যাদির ক্ষেত্রে মূলত স্বপ্ন-কাশফ ও হেকায়াত-কাহিনীর উপর নির্ভর করেন। প্রত্যেকেই নিজের মুরব্বী বা মতের সঠিকত্ব প্রমাণ করতে স্বপ্নের দলীল পেশ করেন। কেউ বলছেন, & আমাদের বুজুর্গগণ স্বপ্নে (বা জাগ্রত অবস্থায়!!) রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে মীলাদ মাহফিলে উপস্থিত হয়ে কিয়াম করতে দেখেছেন। কেউ বলছেন আমাদের বুজুর্গগণ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) থেকে স্বপ্নে নির্দেশ পেয়ে এ কাজ করেছেন। একে অপরের মত খন্ডন করলেও স্বপ্ন-কাশফ ও গল্প নির্ভরতার বিষয়ে সকলেই একমত। ইসলামের প্রথম যুগগুলোর অতিক্রান্ত হওয়ার পর থেকেই স্বপ্ন-নির্ভর গল্প-কাহিনীর প্রচলন হতে থাকে। ক্রমাশয়ে তা ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর হয়েছে।

এ কারণেই গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর মত অগণিত ভন্ড প্রতারকগণ সমাজের মানুষের মধ্যে গ্রহণযোগ্যতা পায়। সকল আলিমই যেহেতু স্বপ্ন, কাশফ ও কারামতের গল্প বলেন সেহেতু সাধারণ মুসলিমদের মধ্যে এগুলোর গ্রহণযোগ্যতা বেশি। কুরআন-হাদীসের কথা বলে সাধারণ মুসলিম সমাজকে যতটুকু প্রভাবিত করা যায়, তার চেয়ে অনেক বেশি প্রভাবিত করা যায় স্বপ্ন, কাশফ, কারামত ইত্যাদির গল্প দিয়ে।

হাদীস বলার ক্ষেত্রে দেশের আলিমগণ সहीহ-যয়ীফ আলোচনা করেন না এবং হাদীস-গ্রন্থের রেফারেন্স দেওয়ার গুরুত্ব কেউই বলেন না। বরং এগুলো বললে তাঁরা আপত্তি করেন। এজন্য সাধারণ মুসলিমগণ এ বিষয়ে মোটেও সচেতন নন। ফলে প্রতারক ও ভন্ডগণ যা খুশি হাদীস বলে চালিয়ে দেন।

প্রিয় পাঠক, অনেকেই সমাজের অবক্ষয়, শিরক-কুফর, ভন্ডদের প্রসার ইত্যাদি দেখে কষ্ট পান এবং এগুলো পরিবর্তন ও সংস্কার করতে আগ্রহী হন। তবে কার্যকর সংস্কারের জন্য নিম্নের বিষয়গুলো গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়: প্রথমত: আমাদের শিক্ষা, তারবিয়াত, তাসাউফ, ফিকহ, ওয়াজ, আলোচনা, ফযীলত, দাওয়াত ইত্যাদি সকল কর্মকাণ্ড একান্তই কুরআন, হাদীস ও সাহাবীগণের জীবন কেন্দ্রিক হতে হবে। স্বপ্ন, কাশফ, হেকায়াত, পরবর্তী যুগের বুজুর্গগণের নামে প্রচারিত গল্প, কারামত ইত্যাদি যথাসম্ভব পরিহার করা উচিত। কয়েকটি কারণে তা করা উচিত:

- (১) এতে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ও সাহাবীগণের মহববত আমাদের হৃদয়ে গভীর থেকে গভীরতর হতে থাকবে।
- (২) হাদীসে নাবাবী ও হাদীসে সাহাবার অন্তত সনদ পাওয়া যায় এবং সहीহ বা জাল যাচাই করা সম্ভব। পক্ষান্তরে পরবর্তী বুজুর্গগণের নামে প্রচলিত গল্প, উক্তি, কারামত ইত্যাদির তেমন কোনো সনদ পাওয়া যায় না এবং এ ময়দানে জালিয়াতদের কারসাজিও খুব বেশি।
- (৩) রাসূলুল্লাহ (ﷺ) -এর পরে সাহাবীগণকে কুরআন-হাদীসে উম্মাতের অনুকরণীয় আদর্শ হিসেবে উল্লেখ করা

হয়েছে। পরবর্তী বুজুর্গগণের বিষয়ে তা বলা হয় নি। বরং তাঁরা তাদের বুজুর্গির পাশাপাশি ইজতিহাদ বা অসতর্কতা বশত বিভিন্ন খেলাফে সুন্নাহ কাজ করেছেন। তাঁদের সকল বিষয় অনুকরণীয় নয়। তাঁদের কেউ সামা কাওয়ালী করেছেন, কেউ খেলাফে সুন্নাহভাবে নির্জনবাস করেছেন। কেউ খেলাফে সুন্নাহ কথা বিভিন্ন হালতে বলেছেন। এগুলোর সত্য-মিথ্যা বা জালিয়াতি নির্ণয় যেমন সম্ভব নয়, তেমনি এগুলোর আলোচনা ক্ষতি ছাড়া কোনো উপকার বয়ে আনে না। ভদ্-প্রতারণা মূলত এ সকল গল্প-কাহিনীর অপব্যবহার করেই মুমিনদের ঈমান বিনষ্ট করে।

ফুটনোট

- [1] নাবহানী, জাওয়াহিরুল বিহার (বৈরুত, ১৩২৭ হি) ৪/১০০।
- [2] বুখারী ৬/২৫৬৭ (ভারতীয় ২/১০৩৬); মুসলিম ৪/১৭৭৫, (ভারতীয় ২/২৪২)।
- [3] বুখারী, আস-সহীহ ৬/২৫৬৩; মুসলিম আস-সহীহ ৪/১৭৭৩-১৭৭৪ নং ২২৬৩, ২২৬৪।
- [4] মুসলিম, আস-সহীহ ৪/১৭৭৫, নং ২২৬৫।
- [5] বুখারী, আস-সহীহ ৬/২৫৬৭; ইবনু হাজার আসকালানী, ফাতহুল বারী ১২/৩৮৩-৩৮৪।

Source — <https://www.hadithbd.com/books/link/?id=5053>

 হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন